অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। পেছানোর কোন পথ নেই ।।

আজ জামালের গল্পটা দিয়েই শুরু করবো। কেন জানি গল্পটা ক'দিন থেকে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার এ লেখার সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। তবু ভাবলাম গল্পটা আমার পাঠকের সাথে শেয়ার করি। জামাল একজন নির্মাণ শ্রমিক। তো একদিন জামাল নির্মানাধীন পনেরোতলা এক ভবনে কাজ করছে। ইতোমধ্যে একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জামালকে বললো ভাই জামাল তোমার জন্য একটা খারাপ খবর আছে। কি খবর? না মানে ইয়ে তুমি জামাল তো? আরে সেটা পরে হবে। আগে বলোতো খবরটা কী? মানে তোমার মেয়ে রাহেলা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এ সংবাদ শোনার পর জামালের হিতাহিত জ্ঞান আর নেই। কোন কিছু না ভেবে না বুঝেই চিৎকার করতে শুরু করলো না এ হতে পারে না। তারপর দিল লাফ পনেরোতলা থেকে। এ অবস্থায় জামাল যখন দশ তলা পর্যন্ত এলো তখন ভাবলো আরে রাহেলা নামে আমার তো কোন মেয়ে নেই। আমি লাফ দিলাম ক্যান? .. .. তারপর যখন পাঁচতলা পর্যন্ত এসে গেছে তখন মনে হলো আরে আমি তো বিয়েই করিনি। কি সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। ... হাসপাতালে নার্স যখন বললো কামাল মিয়া আপনি বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন এমন এ্যাকসিডেন্টে কেউ বাঁচে না। ওর দুচোখে অঝরে বন্যা - অস্ফুট বললো - আরে আমার নামই তো জামাল না আমি ক্যান লাফ দিলাম।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা এক মাসের ছুটি নিয়েছেন এ নিয়ে দেশজুড়ে ফেসবুকে দারুণ সব হৈ চৈ। কেউ বলছেন তাঁকে জোর করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে কারণ বর্তমান সরকারের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করা হয়েছে যার শুনানির তারিখ পড়তে পারে সহসা এবং সে শুনানীতে অংশ নেয়ার কথা প্রধান বিচারপতির। এদের ধারণা প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা থাকলে তিনি ষোড়শ সংশোধনীর রায়ের মত রায় দিয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারেন এমনকি পাকিস্তান স্টাইলে এ সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন যাতে সরকারের পতনের সম্ভাবনা আছে এমন চিন্তাতেই সরকার তাঁকে শুনানী করতে না দেয়ার জন্য জোর করে ছুটিতে যেতে বাধ্য করেছে। এটা হলো তাঁদের ধারণা।

বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিতে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়। বিচারকদের পদের মেয়াদ-সংক্রান্ত ষোড়শ সংশোধনী বিল অনুসারে, সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ২ দফায় বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতাসংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়, 'প্রমাণিত ও অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাবে না।' ৩ দফায় বলা হয়েছে, এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব-সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে।

ওই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একই বছরের ৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নয়জন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত বছরের ৫ মে হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ গত ৪ জানুয়ারি আপিল করে। আপিলের ওপর গত ৮ মে শুনানি শুরু হয়, গত ৩ জুলাই রায়ের সংক্ষিপ্তসার ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা যার মোদ্দাকথা হলো ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ অর্থাৎ বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে থাকবে না।

তবে এই রায়ের পাশাপাশি বিচারপতি সিনহা আরো কিছু অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন সব মিলিয়ে তখন নানান জল্পনা কল্পনা চলছিলো - যেমন এই রায় সরকার পতনের ষড়যন্ত্রের একটি অংশ - পাকিস্তান স্টাইলে আদালতী ক্যু-র

প্রচেষ্টা। তবে সত্যি হোক মিথ্যা হোক কেউ কেউ কিন্তু ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের একটু চেষ্টা করেছিলো বৈকি। সরকার শক্তহাতে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। তার প্রস্তুতি চলছে। যাহোক প্রধান বিচারপতির ছুটির ব্যাপারটি অবশেষে খোলাসা করলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বললেন - প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ক্যান্সারে আক্রান্ত বিধায় তিনি আপাতত আদালতে আসতে চাচ্ছেন না। তাঁর অবসরে যাবারও বোধ হয় বাকী আছে আর ৩/৪ মাস । ফলে শারিরীক কারণে তিনি আর আদালতে আসতে পারছেন না তাই জামালদের লাফ দিয়ে কোন লাভ হবে না।

জামালরা এটা নিয়ে আরেকটু খেলতে চেয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতির ছুটি নিয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলানোর আরেকটা চেষ্টা নিয়েছিলেন। একটা আন্দোলন দাঁড় করাবার চেষ্টাও নিয়েছিলেন। ষোড়শ সংশোধনী রায়ের পর পরই দু'দক থেকে নথি প্রমাণসহ প্রকাশিত হয় প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার কিছু দূর্নীতির কাহিনী। এগুলোর কোন সদুত্ত্যোর তিনি দিতে পারেননি। ফলে সুপ্রিম কোর্টের সকল বিচারক মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা আর এই দূর্নীতি পরায়ণ প্রধান বিচারপতির সাথে বেঞ্চে বসবেন না। এব্যাপারে তাঁরা প্রধান বিচারপতির সাথে কথা বলতে চাইলেন কিন্তু তিনি প্রথমাবস্থায় সময় দেননি পরে পরিস্থিতি অনুকূলে নয় বলে পরে তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে রাজী হলেন তাঁদের প্রতিনিধি বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আব্দুল ওয়াহাব মিয়াঁর সাথে কথা বলতে। তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত শোনার পর প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা বললেন তাঁর সাথে কেউ বেঞ্চে না বসলে তাঁর দুটো অপশন হয় পদত্যাগ নয়তো ছুটিতে যাওয়া। এরপরদিনই তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে ছুটির আবেদন করেন। এবং সে আবেদনে ক্যান্সারের চিকিৎসার কথাই উল্লেখ করেন। আবেগ থাকা ভাল তবে ষড়যন্ত্র মিশ্রিত আবেগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

তেমনি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে যতখানি না আবেগ কার্যকর তারচে বেশী কার্যকর হতে হবে বাস্তবতা। সেই ১৯৮২ থেকে আসা রোহিঙ্গাসহ বাংলাদেশে মোট রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা আট থেকে নয় মতান্তরে দশ লাখের মত। বাংলাদেশের মানুষ, সরকার এবং প্রশাসন যথেষ্ঠ মহানুভবতা দেখিয়ে এদের স্থান দিয়েছে। আহারের ব্যবস্থা করছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কতদিন সম্ভব। সারা বিশ্বের কাছে বিশেষ করে বড় দেশগুলোর কাছে যেমন সাহায্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়েছিল তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। রোহিঙ্গা বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ জরুরী আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত ছাড়াই সে আলোচনা শেষ করেছে চীন রাশিয়ার বিরোধীতার কারণে। তারপরেও বাংলাদেশ পেরেছে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে। সে চাপের কারণে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চির দফতরের মন্ত্রী খিও টিন্ট সোয়ে বাংলাদেশে একদিনের ঝটিকা সফরে এসে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব করেছে। রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে উভয়পক্ষ একমত হয়েছে। উভয় দেশ যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপে নিজেদের সদস্য নির্বাচন করে দেবে। সেই মোতাবেক পর্যায়ক্রমে রোঙ্গিাদের ফেরত নেয়া হবে বলে মিয়ানমারের মন্ত্রী জানিয়েছেন।

মিয়ানমারের মন্ত্রী রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তারা রাখাইনের বাসিন্দা কিনা, তার কাগজপত্র যাচাই করার কথা বলেছেন। ওদিকে রোহিঙ্গারা অভিযোগ করছে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের কাগজপত্র বিশেষ করে আইডি কার্ড নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। মিয়ানমারের মন্ত্রী বলেছেন তাদের বাড়িঘরের ঠিকানা, আশপাশের প্রতিবেশীদের পরিচয় দিতে পারলেও তাদের ফেরত নেয়া হবে। প্রসঙ্গত, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ১৯৮২ সালে কেড়ে নেয় তৎকালীন সামরিক জান্তা। তবে রাখাইনে বসবাসরত জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের আইডি কার্ড দিয়েছিল মিয়ানমার। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসহ আন্তর্জাতিক চাপে মিয়ানমার সুর কিছুটা নরম করে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার কথা বলছে। অবশ্য এ আশ্বাস কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে অনেকেরই সংশয় আছে। এ ধরনের আশ্বাস দেশটি আগেও দিয়েছে। কিন্তু তা পূরণ করেনি। এবার তারা কি আন্তরিক, নাকি এটা আন্তর্জাতিক চাপ কমানোর একটা কৌশল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

শেষমেষ কিছু রোহিঙ্গা ফেরত নিলেও সব ফেরত নেবে না তা মিয়ানমারের মন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট। সেখানেই আমাদের ভয়। ভয় শুধু আমাদের নয়। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশ আশংকা করছে এশিয়ার এ অঞ্চল থেকে আবার সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি হয় কিনা! যেখানে মানুষ খাদ্য বাসস্থান নিরাপত্তার ঝুঁকিতে সেখানেই আই এস বা অন্যান্য উগ্রপন্থীদের উপস্থিতি ঘটে। ফলে আমাদের নিজেদের স্বার্থে এদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা মানবতার খাতিরে তাদের জন্য সব ধরণের ত্যাগ স্বীকার করবো। প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন আমরা একবেলা খেয়ে না খেয়ে ওদেরকে একবেলা খাওয়াবো। তবে আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সতর্ক থাকতে হবে। কূটনৈতিক দৌড় ঝাঁপ আর আন্তর্জাতিক চাপ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সহজেই হবার নয়।

সেদিন দেশ থেকে আসা দু'জন আত্মীয়কে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁরা একই কথা বললেন। এভাবে কতদিন বাংলাদেশ এদেরকে বহন করতে পারবে। কতক্ষণ তাদের দিকে নজর রাখতে পারবে। একজন তো আমাকে প্রশ্নই করে বসলেন টিভিতে তো প্রতিদিন রোহিঙ্গাদের খবর-ছবি দেখছেন। বলেন তো এর মধ্যে কত পার্সেন্ট যুবক আর পুরুষ দেখেন? সবই তো প্রায় মহিলা আর শিশু। এরা হয় বিদ্রোহী বাহিনী আসরা (রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি) বা অন্য কোন গ্রুপে যোগ দিচ্ছে নয় তো গা ঢাকা দিচ্ছে। ওদেরকে নিয়েই ভয়। ওরাই পা দেবে উগ্রপন্থী বা জঙ্গীদের ফাঁদে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যার প্রথম ধাক্কা সামাল দেয়া গেছে। আশা করছি বাকীটাও তিনি পারবেন শুধু তাঁর নিজের মানুষগুলো যদি তাঁর পাশে থাকে নিঃস্বার্থভাবে। জামালের মত আবেগতাড়িত না হয়ে যদি বাস্তবসম্মত চিন্তা চেতনায় এগিয়ে যাওয়া যায় নিশ্চয়ই এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এ যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আমাদের পেছানোর কোন পথ নেই।